নবী কাহিনী-ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Sisters'Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

কেনো নবী রাসূলদের ঘটনা জানতে হবে?

মহান রাব্বুল আলামীন স্বয়ং জানিয়ে দিয়েছেন, নবী রাসূলদের কাহিনী জানার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা, আলহামদুলিল্লাহ।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

وَ كُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهٖ فُؤَادَكَ ۚ وَ جَآءَكَ فِيْ هٰذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ ১২০ ১১:১২০

আর হে মুহাম্মদ! এ রসূলদের বৃত্তান্ত, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি, এসব এমন জিনিস যার মাধ্যমে আমি তোমার হৃদয়কে মজবুত করি। এসবের মধ্যে তুমি পেয়েছো সত্যের জ্ঞান এবং মুমিনরা পেয়েছে উপদেশ ও জাগরণবাণী। সূরা হুদঃ ১২০

অর্থাৎ এর উদ্দেশ্য হল, যাতে আল্লাহর রাসূল (সা) নবুঅতের গুরু দায়িত্ব বহন করার জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে যান এবং তাঁর উম্মত এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَاۤ اِلَيْكَ ۚ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَاۤ اَنْتَ وَ لَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا ۛؕ فَاصْبِرْ ؕ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ৪৯ ১১:৪৯

হে মুহাম্মদ! এসব গায়েবের খবর, যা আমি তোমাকে অহীর মাধ্যমে জানাচ্ছি। এর আগে তুমি এসব জানতে না এবং তোমার কওমও জানতো না। কাজেই সবর করো। মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। হুদঃ ৪৯

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ ؕ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُّفْتَرٰى وَ لٰكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَّ هُدًى وَّ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ১১১ ১২:১১১

''পূর্ববর্তী লোকদের এ কাহিনীর মধ্যে বুদ্ধি ও বিবেচনা সম্পন্ন লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। কুরআনে এ যা কিছু বর্ণনা করা হচ্ছে এগুলো বানোয়াট কথা নয় বরং এগুলো ইতিপূর্বে এসে যাওয়া কিতাবগুলোতে বর্ণিত সত্যের সমর্থন এবং সবকিছুর বিশদ বিবরণ, আর যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য হেদায়াত ও রহমত''। (সূরা ইউসুফ ১১১)

Sisters'Forum In Islam.com

কেনো নবী রাসূলদের ঘটনা জানতে হবে?

فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٧٦

তুমি এ কাহিনী তাদেরকে শুনাতে থাকো, হয়তো তারা কিছু চিন্তা -ভাবনা করবে। (সূরা আরাফ ১৭৬)

তাহলে বুঝা যাচ্ছে কুর'আনে বর্নিত ঘটনাবলী কিছু উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই উল্লেখিত হয়েছে। আর এ থেকে পাওয়া যায়ঃ

১। আকলকে ব্যবহার করা।
২। শিক্ষা গ্রহন করা।
৩। চিন্তার উপাদান তৈরি করা।
৪। হৃদয় মনের মযবুতি অর্জন করা।
৫। নিজেদের কর্তব্য নির্ধারণ করা।

Sisters'Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

কুর’আনে উল্লেখিত নবী রাসূলদের নাম ও কিতাব

আদম (আলাইহিস সালাম) হতে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্যন্ত ৩১৫ জন রাসূল সহ এক লক্ষ চবিবশ হাযার পয়গম্বর প্রেরিত হন।

আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬৬৮।

বহু নবীর নিকটে আল্লাহ পাক ‘ছহীফা’বা পুস্তিকা প্রদান করেন এবং প্রত্যেক রাসূলকে দেন পৃথক পৃথক শরী‘আত বা জীবন বিধান।

তবে চার জন শ্রেষ্ঠ রাসূলের নিকটে আল্লাহ প্রধান চারটি ‘কিতাব’ প্রদান করেন।যথাক্রমে

মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উপরে ‘তাওরাত, দাঊদ (আঃ)-এর উপরে ‘যবূর, ঈসা (আঃ)-এর উপরে ‘ইনজীল এবং শেষনবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর উপরে ‘কুরআন’।

আল্লাহ বলেন, وَرُسُلاً قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلاً لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ.

‘আমরা আপনার পূর্বে এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি এবং এমন বহু রাসূল পাঠিয়েছি, যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি...’ (নিসা ৪/১৬৪, মুমিন ৪০/৭৮)।

হাদীছে বর্ণিত উপরোক্ত বিরাট সংখ্যক নবীগণের মধ্যে পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম এসেছে।

কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর নাম:

১।আদম,.২। নূহ, ৩। ইদরীস, ৪। হূদ, ৫। ছালেহ, ৬। ইবরাহীম, ৭। লূত্ব, ৮। ইসমাঈল, ৯। ইসহাক্ব, ১০। ইয়াকূব, ১১। ইউসুফ, ১২। আইয়ূব, ১৩। শু‘আয়েব, ১৪। মূসা, ১৫। হারূণ, ১৬। ইউনুস, ১৭। দাঊদ, ১৮। সুলায়মান, ১৯। ইলিয়াস, ২০। আল-ইয়াসা‘, ২১। যুল-কিফ্ল, ২২। যাকারিয়া, ২৩। ইয়াহ্ইয়া, ২৪। ঈসা (আঃ) ও ২৫। মুহাম্মাদ (ছাঃ)। (ইবনু কাছীর, তাফসীর নিসা ২৬৪)

Sisters’Forum In Islam.com

Sisters’Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

নিম্নে কুর'আনে উল্লেখিত ২৫ জন নবীর নাম দেয়া হল বাংলা, ইংরেজি ও আরবিতেঃ

* হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) Adam as (Adam) آدم
* হযরত ইদরীস (আলাইহিস সালাম) Idris as (Enoch) إدر يس
* হযরত নূহ (আলাইহিস সালাম) Noah as (Nuh) نوح
* হযরত হূদ (আলাইহিস সালাম) Hud as (Hud) هود
* হযরত সালেহ (আলাইহিস সালাম) Shaleh as (Saleh) صالح
* হযরত ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম) Ibrahim as (Abraham) إبراهيم
* হযরত লূত (আলাইহিস সালাম) Lut as (Lot) لوط
* হযরত ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম) Ismail as (Ishmael) إسماعيل
* হযরত ইসহাক (আলাইহিস সালাম) Ishaq as (Issac) إسحاق
* হযরত ইয়াকূব (আলাইহিস সালাম) Yaqub as (Jacob) يعقوب
* হযরত ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) Yusuf as (Joseph) يوسف
* হযরত আইয়ুব (আলাইহিস সালাম) Ayyub as (Job) أيوب
* হযরত শু'আয়েব (আলাইহিস সালাম) Shu'aib as (Jethro) شعيب
* হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) Musa as (Moses) موسى
* হযরত হারুন (আলাইহিস সালাম) Harun as (Aaron) هارون
* হযরত যুল-কিফ্ল (আলাইহিস সালাম) Dzulkifli as (Ezekiel) ذو الكفل
* হযরত দাঊদ (আলাইহিস সালাম) Dawud as (David) داود
* হযরত সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) Sulaiman as (Soloman) سليمان
* হযরত ইলিয়াস (আলাইহিস সালাম) Ilyas as (Elijah) إلياس
* হযরত আল-ইয়াসা' (আলাইহিস সালাম) Alyas'a as (Elisha) اليسع
* হযরত ইউনুস (আলাইহিস সালাম) Yunus as (Jonah) يونس
* হযরত যাকারিয়া (আলাইহিস সালাম) Zakaria as (Zachariah) زكريا
* হযরত ইয়াহ্ইয়া (আলাইহিস সালাম) Yahya as (John) يحيى
* হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম) Isa as (Jesus) عيسى
* হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) Muhammad saw محمد

কুর’আনে উল্লেখিত নবী রাসূলদের নাম ও কিতাব

পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম এসেছে। তন্মধ্যে একত্রে ১৮ জন নবীর নাম এসেছে সূরা আন‘আম ৮৩ হ’তে ৮৬ আয়াতে। ইরশাদ হচ্ছে---

৬:৮৩ ৮৩ وَ تِلْكَ حُجَّتُنَاۤ اٰتَيْنٰهَاۤ اِبْرٰهِيْمَ عَلٰى قَوْمِهٖ ؕ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّنْ نَّشَآءُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ

৬:৮৪ ৮৪ وَ وَهَبْنَا لَهٗۤ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ ؕ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَ نُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوٗدَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ اَيُّوْبَ وَ يُوْسُفَ وَ مُوْسٰى وَ هٰرُوْنَ ؕ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ۙ

৬:৮৫ ৮৫ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيٰى وَ عِيْسٰى وَ اِلْيَاسَ ؕ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۙ

৬:৮৬ ৮৬ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ الْيَسَعَ وَ يُوْنُسَ وَ لُوْطًا ؕ وَ كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۙ

ইবরাহীমকে তার জাতির মোকাবিলায় আমি এ যুক্তি-প্রমাণ প্রদান করেছিলাম। আমি যাকে চাই উন্নত মর্যাদা দান করি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, তোমার রব প্রজ্ঞাময় ও জ্ঞানী।

তারপর আমি ইবরাহীমকে ইসহাক ও ইয়াকূবের মতো সন্তান দিয়েছি এবং সবাইকে সত্য পথ দেখিয়েছি, (সে সত্য পথ যা)ইতিপূর্বে নূহকে দেখিয়েছিলাম। আর তারই বংশধরদের থেকে দাউদ, সুলাইমান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারুণকে (হেদায়াত দান করেছি)। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে তাদের সৎকাজের বদলা দিয়ে থাকি।

(তারই সন্তানদের থেকে) যাকারিয়া, ইয়াহিয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকে (সত্য পথের পথিক বানিয়েছি)। তাদের প্রত্যেকে ছিল সৎ।

(তারই বংশ থেকে) ইসমাঈল, আল ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকে (পথ দেখিয়েছি) । তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেককে আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীর ওপর মর্যাদাসম্পন্ন করেছি। সূরা আন‘আম ৮৩-৮৬

Sisters’Forum In Islam.com

Sisters’Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

হযরত আদম আ থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবী রাসলঃ

কুর'আনে বর্নিত নবীদের ধারাবাহিকতা

হযরত আদম আ : ১ম মানব ও ১ম নবী (প্রথম পিতা) দাওয়াতঃ বংশধরদের মাঝে, হায়াতঃ ৯৬০ বছর, (আদম আ থেকে নূহ আ পর্যন্ত ১০ জেনারেশন পর্যন্ত তাওহীদ বজায়।)	হযরত শীষ আ (কুর'আনে উল্লেখ নেই তবে হাদীস থেকে জানা যায়,আদম আ এর ছেলে, ৫০টি নির্দেশিকা প্রাপ্ত)	হযরত নূহ আঃ ১ম রাসূল (বলা হয় ২য় পিতা,আদম আ এর দশম অথবা অষ্টম অধঃস্তন পুরুষ, দাওয়াতঃ ইরাকের মূছেল নগরী, হায়াতঃ ১৫০বছর, ৪০ বছরে অহীপ্রাপ্ত, মহাপ্লাবনের পর ৬০ বছর জীবিত। চার পুত্রঃ সাম(আরবের পিতা),হাম(হাবসার পিতা), ইয়াফিছ(রোমকদের/গ্রীক পিতা)ও ইয়াম অথবা কেন'আন(মহা প্লাবনে ধ্বংসপ্রাপ্ত),

হযরত ইদরীস আঃ (মতান্তর নূহ আ এর আগে এসেছেন, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অংকবিজ্ঞান, কলমের সাহায্যে লিখন পদ্ধতি ও বস্ত্র সেলাই শিল্প, ওযন ও পরিমাপের পদ্ধতি সূচনা করেন, ৪র্থ আসমানে মালাকুল মউত কর্তৃক তাঁর জান কবয করা,), ৩০টি ছহীফা প্রাপ্ত।	হযরত হূদ আঃ (আদ জাতির প্রতি প্রেরিত) হযরত নূহের আ প্লাবনের পরে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা শুরু। নূহের পঞ্চম অথবা অষ্টম অধঃস্তনপুরুষ, আযাবঃ সাত রাত্রি ও আট দিন ব্যাপী অনবরত ঝড়-তুফান বইতে থাকে, মৃত্যুঃ মক্কায় বা ইয়েমেন।	হযরত সালেহ আঃ (কওমে সামূদ এর প্রতি প্রেরিত) ('আদ জাতির ধ্বংসের প্রায় ৫০০ বছর পর, কওমে 'আদ ও কওমে সামূদ একই দাদা'ইরাম(নূহের পুত্র)'-এর দু'টি বংশধারার নাম। 'হিজ্র' যা শামদেশ অর্থাৎ সিরিয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্তমানে 'মাদায়েনে ছালেহ। আযাবঃ মুখমন্ডল গভীর হলুদ বর্ণ ধারণ' দ্বিতীয় দিন সবার মুখমন্ডল লাল বর্ণ ও তৃতীয় দিন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, ৪র্থ দিন ভীষণ ভূমিকম্প শুরু হ'ল এবং উপর থেকে বিকট ও ভয়াবহ এক গর্জন।

Sisters'Forum In Islam.com

হযরত আদম আ থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবী রাসলঃ

কুর'আনে বর্নিত নবীদের ধারাবাহিকতা

হযরত ইবরাহীম আঃ	হযরত লূত্ব আঃ	হযরত ইসমাঈল আঃ
('আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা বলা হয়,জন্ম বাবেল শহর, (নূহ (আঃ)-এর সম্ভবত: এগারোতম অধঃস্তন পুরুষ)। সালেহ আ এর প্রায় ২০০বছর পরে, নূহ আ থেকে ইবরাহীম আ পর্যন্ত সময় ২০০০ বছর, ইসা আ এর সাথে সময় ১৭০০/২০০০ বছর, কালেডীয় ((كلدانىজাতি বসবাসেরএকচ্ছত্র সম্রাট ছিলেন নমরূদ, পিতাঃমন্ত্রী ও প্রধান পুরোহিত 'আযর'। ২০০শ বছর জীবিত, মৃত্যুঃ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অদূরে কেন'আন নামক স্থানে, যা এখন তাঁর নামানুসারে 'খালীল নামে পরিচিত।	(ইবরাহীম আএর ভাতিজা) কেন'আন থেকে অল্প দূরে জর্ডান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের মধ্যবর্তী 'সাদূম' অঞ্চলে প্রেরিত। কওমে লূত- এর বর্ণিত ধ্বংসস্থলটি বর্তমানে'বাহরে মাইয়েত' বা 'বাহরে লূত' অর্থাৎ 'মৃত সাগর' বা 'লূত সাগর' নামে খ্যাত। ফিলিস্তীন ও জর্ডান নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে, লূত-এর পরিবারটি (স্ত্রী ছাড়া) ব্যতীত মুসলমান ছিল না মতান্তরে কয়েকজন।	৪০ বছর বয়সে নবুঅত , নবুঅতী মিশন আমৃত্যু মক্কা কেন্দ্রিক বনু জুরহুম গোত্রে তাওহীদের দাওয়াত দেন। ইস্রাঈলী বর্ণনানুসারে তিনি ১৩৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন ও মা হাজেরার পাশে কবরস্থ হন।

হযরত ইসহাক্ব আঃ	হযরত ইয়াকূব আঃ	হযরত ইউসুফ আঃ
দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকূব-এর মধ্যে ছোট ছেলে ইয়াকূব নবী হন। ১৮০বছর বয়স পান। কেন'আনে মৃত্যুবরণ করেন এবং পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মাধ্যমে হেবরনে পিতা ইবরাহীমের কবরের পাশে সমাহিত হন।	অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল যার অর্থ আল্লাহর দাস। ইয়াকূবের ১২ পুত্রের মধ্যে ইউসুফ আ নবী হন। প্রথমা স্ত্রীর পুত্র লাভী (- (لاوىএর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা আ ও হারূণ আনবী হন। ১৪৭ বছর বয়সে মিসরে মৃত্যুবরণ করেন এবং হেবরনে পিতা ইসহাক (আঃ)-এর কবরের পাশে সমাধিস্থ হন।	১২০ বছর বয়সে মিসরে ইন্তেকাল করেন এবং হেবরনের একই স্থানে সমাধিস্থ ঈসা (আঃ)-এর অন্যূন আঠারশ'বছর পূর্বেকার। দুই ছেলে ছিল ইফরাঈম ও মানশা।

Sisters'Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

হযরত আদম আ থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবী রাসলঃ

কুর'আনে বর্নিত নবীদের ধারাবাহিকতা

Sisters'Forum In Islam.com

হযরত আইয়ূব আঃ	হযরত শু'আয়েব আঃ	হযরত মূসা আঃ
ইসহাক (আঃ)-এর দুই যমজ পুত্র ঈছ ও ইয়াকূবের মধ্যেকার প্রথম পুত্র ঈছ- এর প্রপৌত্র ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইয়াকূব-পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর পৌত্রী ,৭০ বছর বয়সে পরীক্ষায় পতিত, ৯৩ বছর বা কিছু বেশী বয়সে মৃত্যুবরণ।	আহলে মাদইয়ান' প্রতি প্রেরিত। 'মাদইয়ান' হ'ল লূত সাগরের নিকটবর্তী সিরিয়া ও হিজাযের সীমান্তবর্তী জনপদ। খাত্বীবুল আম্বিয়া' (নবীগণের মধ্যে সেরা বাগ্মী) নামে খ্যাত ছিলেন।[মাদইয়ান ((مدين ছিলেন হাজেরা ও সারাহর মৃত্যুরপরে হযরত ইবরাহীমের আরব বংশোদ্ভূত কেন'আনী স্ত্রী ক্বানতূরা বিনতে ইয়াক্বত্বিন (- (قنطورا بنت يقطن এর ৬টি পুত্র সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র শুআয়েব (আঃ) ও সাথীগণ মক্কায় যান ও মৃত্যুবরণ করেন। কাবা গৃহের পশ্চিম দিকে দারুন নাদওয়া ও দার বনু সাম্মের মধ্যবর্তী স্থানে তাদের কবর হয়'। আযাবঃ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বিকট নিনাদ,ভূমিকম্প।	মূসা ইবনে ইমরান বিন ক্বাহেছ বিন 'আযের বিন লাভী বিন ইয়াকূব বিন ইসহাক্ব বিন ইবরাহীম (আঃ)। ইবরাহীম(আঃ)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ। প্রথম ৩০ বছর মিসরে, ১০ বছর মাদিয়ানে, তূর পাহাড়ের নিকটে 'তুবা' ((طُوَىউপত্যকায় ৪০ বছর বয়সে নবুঅত লাভ। অতঃপর ২০ বছর মিসরে তাওহীদের দাওয়াত প্রদান। ৬০ বছর বয়সে বনু ইস্রাঈলদের নিয়ে মিসর হ'তে প্রস্থান এবং ফেরাঊনের সলিল সমাধি। অতঃপর আদি বাসস্থান কেন'আন অধিকারী আমালেক্বাদের বিরুদ্ধে জিহাদের হুকুম অমান্য করায় অবাধ্য ইস্রাঈলীদের নিয়ে ৪০ বছর যাবত তীহ্ প্রান্তরে উন্মুক্ত কারাগারে অবস্থান ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসের সন্নিকটে মৃত্যু সম্ভবতঃ ৮০ থেকে ১০০ বছর বয়সের মধ্যে। মূসা (আঃ)-এর কবরহয় বায়তুল মুক্বাদ্দাসের উপকণ্ঠে। দশ বছরে তিনি দু'টি পুত্র সন্তান লাভ করেন।

Sisters'Forum In Islam.com

হযরত আদম আ থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবী রাসলঃ

কুর'আনে বর্নিত নবীদের ধারাবাহিকতা

হযরত হারূণ আঃ	হযরত ইউনুস আঃ	হযরত দাউদ আঃ
দু'ভাই (মুসা আ ও হারুন আ) পরপর তিন বছরের ব্যবধানে মৃত্যু বরণ করলেন।	ইউনুস (আঃ) বর্তমান ইরাকের মূছেল নগরীর নিকটবর্তী 'নীনাওয়া' (نينوى) জনপদের অধিবাসীদের	পিতা ও পুত্র দাউদ ও সুলায়মান (আঃ)। বর্তমান ফিলিস্তীন সহ সমগ্র ইরাক ও শাম (সিরিয়া) দাউদের বয়স ৬০ হ'তে ১০০ বছরে বৃদ্ধি পায়[পুত্র সন্তানের সংখ্যা ছিল ১৯ জন, ৪০ বছরে নবুয়ত, ১০০ বছর জীবিত।

হযরত সুলায়মান আঃ	হযরত ইলিয়াস আঃ	হযরত আল-ইয়াসা আঃ
সুলায়মান (আঃ)-এর মোট বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি ৪০ বছর কাল রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র রাহবা'আম (رحبعام) ১৭বছর রাজত্ব করেন।	তিনি হযরত হিযক্বীল (আঃ)-এর পর এবং হযরত আল-ইয়াসা' (আঃ)-এর পূর্বে দামেস্কের পশ্চিমে বা'লা বাক্কা (بعلبك)অঞ্চলের বনু ইস্রাঈলগণের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন। এই সময় হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর উত্তরসুরীদের অপকর্মের দরুণ বনু ইস্রাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এক ভাগকে 'ইয়াহূদিয়াহ' বলা হ'ত এবং তাদের রাজধানী ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাসে। অপর ভাগের নাম ছিল 'ইস্রাঈল' এবং তাদের রাজধানী ছিল তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে।	তিনি ইফরাঈম বিন ইউসুফ বিন ইয়াকূব-এর বংশধর ছিলেন। তিনি ইলিয়াস (আঃ)-এর চাচাতো ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি ছিলেন।

Sisters'Forum In Islam.com

Sisters'Forum In Islam.com

হযরত আদম আ থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত নবী রাসলঃ

কুর'আনে বর্নিত নবীদের ধারাবাহিকতা

হযরত যুল-কিফ্ল আঃ	হযরত যাকারিয়া আঃ	হযরত ঈসা আঃ
'যুল-কিফল' (।(ذو الكفل উপাধি দেওয়া হয়। যার অর্থ, দায়িত্ব পূর্ণকারীব্যক্তি, আল-ইয়াসা'-এর পরে নবী হন এবং ফিলিস্তীন অঞ্চলে বনু ইস্রাঈলগণের মধ্যে তাওহীদের দাওয়াত দেন।	হযরত ইয়াহ্ইয়া আ, সুলায়মান পরবর্তী দুই নবী পরস্পরে পিতা-পুত্র ছিলেন এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাসের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াহইয়া ছিলেন পরবর্তী নবী ঈসা (আঃ)-এর আপন খালাতো ভাই এবং বয়সে ছয় মাসের বড়। তিনি ঈসার ছয় মাস পূর্বেই দাওয়াতের কাজ শুরু করেন।	বনু ইস্রাঈল বংশের সর্বশেষ নবী ও কিতাবধারী রাসূল। তিনি 'ইনজীল' প্রাপ্ত , ৩০/৩৫ বছরে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয়।পৌঢ় বয়সে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে মানুষকে তাওহীদের দাওয়াত দিবেন।

হযরত মুহাম্মাদ সাঃ
রাসূল (সা)-এর জন্ম ১ম হস্তীবর্ষের ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার ছুবহে ছাদিকের পর মক্কায় নিজ পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করেন । ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দের ২২শে এপ্রিল সোমবার এবং মৃত্যু ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জুন সোমবার। চান্দ্রবর্ষ হিসাবে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর ৪দিন এবং সৌরবর্ষ হিসাবে ৬১ বছর ১ মাস ১৪ দিন। তাঁর জন্ম হয়েছিল আবরাহা কর্তৃক কা'বা আক্রমণের ৫০ দিন পরে (ইবনু হিশাম ১/১৫৮-টীকা ৪)। এটা ছিল ইবরাহীম (আঃ) থেকে ২৫৮৫ বছর ৭ মাস ২০ দিন পরে এবং নূহ (আঃ)-এর প্লাবনের ৩৬৭৫ বছর পরের ঘটনা। ১১ হিজরী সনের ১লা রবিউল আউয়াল সোমবার সকাল ১০টার দিকে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

Sisters'Forum In Islam.com

Sisters' Forum In Islam.com

পৃথিবীতে আগত সকল নবীই মূলতঃ চারটি বংশধারা থেকে এসেছেন।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ ، ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ.

'

নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদম, নূহ, আলে ইব্রাহীম ও আলে ইমরানকে নির্বাচিত করেছেন। যারা একে অপরের বংশধর ছিল ...' (আলে ইমরান ৩/৩৩-৩৪)।

এখানে আলে ইবরাহীম বলতে ইসমাঈল ও ইসহাক এবং আলে ইমরান বলতে মূসা ও তাঁর বংশধরগণকে বুঝানো হয়েছে।
ইবরাহীম-পুত্র ইসহাক তনয় ইয়াকূব-এর অপর নাম ছিল 'ইস্রাঈল' (অর্থ 'আল্লাহর দাস')। তাঁর পুত্র 'লাভী' থেকে ইমরান-পুত্র মূসা, দাঊদ ও ঈসা পর্যন্ত সবাই বনু ইস্রাঈলের নবী ছিলেন (আনকাবূত ২৯/২৭)।
ইবরাহীমের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাঈলের বংশে জন্মগ্রহণ করেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। এজন্য ইবরাহীম (আলাইহিস সালাম)-কে 'আবুল আম্বিয়া' বা নবীগণের পিতা বলা হয়।
উল্লেখ্য যে, বিশ্বে মাত্র দু'জন নবীর একাধিক নাম ছিল। তন্মধ্যে ইয়াকূব (আঃ)-এর অপর নাম 'ইস্রাঈল' এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর অপর নাম ছিল 'আহমাদ' (ছফ ৬১/৬) এবং আরও কয়েকটি গুণবাচক নাম।
৬১:৬ وَ اِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَ مُبَشِّرًۢا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۶
আর স্মরণ করুন, যখন মারইয়াম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয় আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর রাসূল এবং আমার পূর্ব থেকে তোমাদের কাছে যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সত্যায়নকারী এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা। পরে তিনি যখন সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ তাদের কাছে আসলেন তখন তারা বলতে লাগল, এটা তো স্পষ্ট জাদু।
আল্লাহ সকল নবীর উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!!
ইবরাহীম-পূর্ব সকল নবী আদম ও নূহের বংশধর এবং ইবরাহীম-পরবর্তী সকল নবী ও রাসূল ইবরাহীম (আঃ)-এর বংশধর।

Sisters' Forum In Islam.com

রাসূল ও নবী এর মধ্যে পার্থক্যঃ

নবী ও রাসূল দু'টি শব্দের অর্থই বার্তাবাহক। তারা সকলে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বাণী প্রচারের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এক্ষণে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সূরা হজ্জের ৫২ আয়াতে। তবে সে পার্থক্যের স্বরূপ নিয়ে মতভেদ রয়েছে।

وَ مَآ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ قَبۡلِكَ مِنۡ رَّسُوۡلٍ وَّ لَا نَبِىٍّ اِلَّاۤ اِذَا تَمَنّٰٓى اَلۡقَى الشَّيۡطٰنُ فِىۡۤ اُمۡنِيَّتِهٖ ۚ فَيَنۡسَخُ اللّٰهُ مَا يُلۡقِى الشَّيۡطٰنُ ثُمَّ يُحۡكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيۡمٌ حَكِيۡمٌ ۙ ٥٢ ২২:৫২

৫২. আর আমরা আপনার পূর্বে যে রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি, তাদের কেউ যখনই (ওহীর কিছু) তিলাওয়াত করেছে, তখনই শয়তান তাদের তিলাওয়াতে (কিছু) নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়তান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। তারপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা হজ্জঃ ৫২

Sisters'Forum In Islam.com

রাসূল ও নবী এক নয়; পৃথক পৃথক অর্থ রাখে। তবে এ পার্থক্য নির্ধারণে আলেমগণের মধ্যে বিভিন্ন মত রয়েছেঃ

(এক) রাসূল বলা হয়- যার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে এবং প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর নবী বলা হয়- যার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছে কিন্তু প্রচারের নির্দেশ দেয়া হয়নি।

(দুই) রাসূল হলেন যাকে নতুন শরীআত দিয়ে পাঠানো হয়েছে এবং সংস্কারক হিসেবে পাঠানো হয়েছে।

(তিন) রাসূল হলেন যাকে দ্বীনের বিরোধী জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে, আর নবী হলেন যাকে দ্বীনের স্বপক্ষীয় জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে।

Sisters'Forum In Islam.com

রাসূল হলেনঃ	নবী হলেনঃ
যাকে দ্বীন-বিরোধী জাতি অর্থাৎ কাফের সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মানুষকে তার কাছে যে শরীআত আছে সে শরীআতের দিকে আহবান করবেন। তাকে সে জাতির কেউ কেউ মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে এবং তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে। তিনি প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের জন্য নির্দেশিত হবেন। কখনো কখনো তার সাথে কিতাব থাকবে। আর এটাই স্বাভাবিক, আবার কখনো কখনো রাসূলের সাথে কিতাব থাকবে না। কখনো তার শরীআত হবে সম্পূর্ণ নতুন, আবার কখনো তার শরীআত হবে পূর্ববর্তী শরীআতের পরিপূরক হিসেবে। অর্থাৎ সেখানে বাড়তি বা কমতি থাকবে	যার কাছে ওহী প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরিত হবেন। পূর্ব শরীআত অনুযায়ী হুকুম দেবেন। পূর্ব শরীআতকে পূনর্জীবিত করবেন এবং সেদিকে মানুষকে আহবান করবেন। তাকে প্রচার ও ভীতি প্রদর্শনের নির্দেশও দেয়া হবে। তার জন্য নতুন কিতাব থাকাও অসম্ভব নয়। ইবন তাইমিয়্যাহ, আন-নুবুওয়াত: ২/৭১৮; ইবনুল কাইয়্যেম, তরীকুল হিজরাতাইন, ৩৪৯; ইবন আবিল ইযয, শারহুত তাহাতীয়্যা: ১৫৮; ড. উমর সুলাইমান আল-আশকার, আর-রুসুল ওয়ার রিসালাত: ১৪–১৫]

Sisters' Forum In Islam.com

রাসূল ও নবী এর মধ্যে পার্থক্যঃ

ফার্রা বলেন, ‘রাসূল’ তিনি, যার নিকটে প্রকাশ্যভাবে জিব্রীলকে পাঠিয়ে আল্লাহ রিসালাত প্রদান করেছেন।
পক্ষান্তরে ‘নবী’ তিনি, যার নিকটে আল্লাহ কোন খবর পাঠিয়েছেন ইলহাম অথবা স্বপ্নের মাধ্যমে (যেমন ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন)। অতএব প্রত্যেক রাসূলই নবী, কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন।
মাহদাভী ((المهدوىবলেন, এটাই সঠিক।
কাযী ইয়ায বলেন, বিদ্বানগণের বিরাট অংশ এ মতকেই সঠিক বলেন যে, প্রত্যেক রাসূলই নবী। কিন্তু প্রত্যেক নবী রাসূল নন। তিনি আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ থেকে দলীল নিয়েছেন যে, ১ লাখ ২৪ হাযার পয়গাম্বরের মধ্যে ৩১৫ জনের বিরাট সংখ্যা ছিলেন ‘রাসূল’ (তাফসীর কুরতুবী; আহমাদ হা/২২৩৪২; মিশকাত হা/৫৭৩৮; ছহীহাহ হা/২৬৬৮)।

সম্ভবতঃ এ কারণেই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কুরআনে ‘শেষনবী’ বলা হয়েছে (আহযাব ৩৩/৪০), শেষ রাসূল নয়। হাদীছেও তিনি বলেছেন, আমি শেষনবী, আমার পরে কোন নবী নেই’ (আবুদাঊদ হা/৪২৫২; মিশকাত হা/৫৪০৬)। কেননা নবী ব্যতীত কেউ রাসূল হ’তে পারেন না। রাসূলগণের সংখ্যা তিন শত দশের কিছু বেশি প্রমাণিত হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন রাসূলগণের সংখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় তখন তিনি বলেন,
«ثلاثمائة وخمس عشرة جماً وغفيراً»
“তিনশত পনের জনের বিরাট এক দল।” (হাকিম)
আর নবীদের সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। আল্লাহ তাদের কারোও কথা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য বর্ণনা করেছেন, আর কারোও কথা বর্ণনা করেন নি।

উযাইর আ কি নবী ছিলেন?

وَ قَالَتِ الۡيَهُوۡدُ عُزَيۡرُ ۨ ابۡنُ اللّٰهِ وَ قَالَتِ النَّصٰرَى الۡمَسِيۡحُ ابۡنُ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ قَوۡلُهُمۡ بِاَفۡوَاهِهِمۡ ۚ يُضَاهِـُٔوۡنَ قَوۡلَ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا مِنۡ قَبۡلُ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۚ اَنّٰى يُؤۡفَكُوۡنَ ৯:৩০

আর ইয়াহুদীরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র, এবং নাসারারা বলে, মসীহ আল্লাহর পুত্র এটা তাদের মুখের কথা। আগে যারা কুফরী করেছিল তারা তাদের মত কথা বলে। আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন। কোন দিকে তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে! সূরা তওবা ৩০

আয়াতে উযাইর-এর নাম, এলেও তিনি নবী ছিলেন না। বরং একজন সৎকর্মশীল ব্যক্তি ছিলেন। কুরতুবী বলেন, অত্যাচারী খৃষ্টান রাজা বুখতানছরের ভয়ে যখন ফিলিস্তীনের ইহুদীরা সবাই তওরাত মাটিতে পুঁতে ফেলে এবং তওরাত ভুলে যায়, তখন ওযায়ের তওরাত মুখস্ত করে সবাইকে শুনান। তাতে অনেকে এটাকে অলৌকিকভাবে তাকে 'ইবনুল্লাহ' বা আল্লাহর বেটা বলতে থাকে। ইবনু কাছীর ও সুদ্দী প্রমুখের বরাতে কাছাকাছি একইরূপ বর্ণনা করেছেন।

আবূ হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

مَا أَدْرِيْ أَعُزَيْرٌ نَبِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ

'আমি জানি না যে, উযাইর নবী ছিলেন কি না। আবূ দাউদ, আস-সুনান ৪/২১৮; আযীম আবাদী, আউনুল মা'বুদ ১২/২৮০।

উযাইর' বনী ইসরাইলের একজন নেককার ব্যক্তি। তিনি নবী কিনা- তা সাব্যস্ত হয়নি। যদিও প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে- তিনি নবী। ইবনে কাছীর 'বিদায়া নিহায়া' গ্রন্থে (২/২৮৯) এটাই ব্যক্ত করেছেন।

সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমি জানি না-তুব্বা কি লানতপ্রাপ্ত; নাকি নয়। আমি জানি না- উযাইর কি নবী; না কি নবী নয়।" [আলবানি হাদিসটিকে সহিহ আখ্যায়িত করেছেন]

শাইখ আব্বাদ বলেন:

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছেন তাদের (তুব্বা সম্প্রদায়) অবস্থা জানার আগে। যেহেতু এ মর্মে রেওয়ায়েত এসেছে যে, তুব্বা সম্প্রদায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তারা লানতপ্রাপ্ত নয়। পক্ষান্তরে, উযাইর নবী কিনা এ ব্যাপারে কোন রেওয়ায়েত আসেনি।[শরহে আবু দাউদ (২৬/৪৬৮) থেকে সমাপ্ত]

তবে তাঁর ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলতে কোন সমস্যা নেই। যেহেতু তিনি নেককার মানুষ ছিলেন। তাঁর ঘটনা কুরআনে এসেছে। আলেমদের অনেকে তাঁকে নবী হিসেবে গণ্য করেছেন। আরও জানতে 152887 নং প্রশ্নোত্তর

দেখুন।https://islamqa.info/bn/answers/225414/%E0%A6%89%E0%A6%AF%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B2%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%B8-%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8

Sisters'Forum In Islam.com
Sisters'Forum In Islam.com

উযাইর আ কি সে ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা একশ বছরের জন্য মৃত্যু দিয়ে আবার পুনর্জীবিত করেছেন; যেমনটি সূরা বাকারাতে উদ্ধৃত হয়েছে?

আলহামদুলিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “অথবা সে ব্যক্তির মত, যে এমন এক জনপদ অতিক্রম করছিল যা তার ছাদের উপর থেকে বিধ্বস্ত ছিল। সে বলল, মৃত্যুর পর কিভাবে আল্লাহ একে পুনর্জীবিত করবেন? অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন। তারপর তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, ‘তুমি কতকাল এভাবে ছিলে?’ সে বলল, একদিন বা একদিনেরও কিছু কম সময়। তিনি বললেন, বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে সেগুলো অবিকৃত রয়েছে এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে। আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি। হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি কিভাবে সেগুলোকে সংযুক্ত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই। অতঃপর যখন তার নিকট স্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠল- ‘আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান’।[সূরা বাকারা: ২৫৯]

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী এই ব্যক্তি হচ্ছেন- উযাইর। ইবনে জারির ও ইবনে আবু হাতিম ইবনে আব্বাস, হাসান, কাতাদা, সুদ্দি ও সুলাইমান বিন বুরাইদা থেকে এ অভিমতটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে কাছির বলেন: এই উক্তিটি প্রসিদ্ধ।[তাফসিরে ইবনে কাছির (১/৬৮৭) থেকে সমাপ্ত]

এ সংক্রান্ত মতভেদ জানতে দেখুন ইবনুল জাওযি (১/২৩৩) এর ‘যাদুল মাসির’।

‘বুখতানাসসার’নামক ব্যক্তি উল্লেখিত গ্রামটিকে ধ্বংস করে ফেলার পর ও গ্রামবাসীকে হত্যা করার পর উযাইর সে গ্রাম দিয়ে -প্রসিদ্ধ মতে সেটি বাইতুল মুকাদ্দাস- অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। তখন সে গ্রামটি ছিল বিরান; তাতে কেউ ছিল না। এ গ্রামটি জনবহুল থাকার পর এখন এর যে অবস্থা তা নিয়ে তিনি ভাবতে ভাবতে বললেন: “মৃত্যুর (ধ্বংসের) পর কিভাবে আল্লাহ একে পুনর্জীবিত করবেন?” ধ্বংস ও বিরানতার ভয়াবহতা এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসাকে দুরহ দেখে তিনি এ কথা বলেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতঃপর আল্লাহ তাকে একশ বছর মৃত অবস্থায় রাখলেন।” এর মধ্যে শহরটি আবার পুনর্জীবিত হয়ে উঠেছে, লোকে লোকারণ্য হয়েছে, বনী ইসরাইলগণ এ শহরে ফিরে এসেছে। এরপর আল্লাহ যখন তাকে পুনর্জীবিত করলেন তখন সর্বপ্রথম তার চোখ দুইটিকে জীবিত করলেন যাতে করে সে আল্লাহর সৃজন ক্ষমতাকে দেখতে পায়, কিভাবে আল্লাহ তার দেহকে পুনর্জীবিত করেন। যখন তার গঠন পূর্ণ হল তখন আল্লাহ তাকে বললেন -অর্থাৎ ফেরেশতার মাধ্যমে- ‘তুমি কতকাল এভাবে ছিলে?’ সে বলল, একদিন বা একদিনেরও কিছু কম সময়। তাফসিরকারগণ বলেন: যেহেতু সে মারা গিয়েছিল দিনের প্রথমাংশে; আর তাকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে দিনের শেষাংশে। যখন সে দেখল এখনো সূর্য আছে সে ভেবেছে এটি সে দিনেরই সূর্য। তাই সে বলেছে: “একদিনেরও কিছু কম সময়”“তিনি বললেন, বরং তুমি একশত বছর অবস্থান করেছ। এবার চেয়ে দেখ নিজের খাবার ও পানীয়ের দিকে সেগুলো অবিকৃত রয়েছে”। বর্ণিত আছে তার সাথে আঙ্গুর, ত্বীন ফল ও শরবত ছিল। সে এগুলোকে যেমন রেখে মারা গিয়েছিল ঠিক তেমনি পেল। কোন পরিবর্তন হয়নি। শরবত নষ্ট হয়নি, আঙ্গুর পচেনি, ত্বীন গন্ধ হয়নি। “এবং দেখ নিজের গাধাটির দিকে”। অর্থাৎ তাকিয়ে দেখ তোমার চোখের সামনে আল্লাহ কিভাবে সেটিকে পুনর্জীবিত করেন। “আমি তোমাকে মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বানাতে চেয়েছি”। অর্থাৎ পুনর্জীবিত করার পক্ষে প্রমাণ বানাতে চেয়েছি। “হাড়গুলোর দিকে চেয়ে দেখ, আমি কিভাবে সেগুলোকে সংযুক্ত করি” অর্থাৎ একটি হাড্ডির সাথে অন্য হাড্ডিটি জুড়ে দেই। প্রত্যেকটি হাড্ডিকে স্ব স্থানে স্থাপন করে একটি ঘোড়ার কংকাল বানান; তাতে কোন গোশত ছিল না। এরপর এ হাড্ডির উপর গোশত, স্নায়ু, রগ ও চামড়া পরিয়ে দেন। এ সবকিছু করেছেন উযাইর এর চোখের সামনে। এভাবে যখন তার সামনে সবকিছু পরিষ্কার হলো তখন সে বলে উঠল- ‘আমি জানি, নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান’। অর্থাৎ এটি জানি। আমি তা সচক্ষে দেখেছি। আমার যামানার লোকদের মধ্যে আমি এ বিষয়ে সবচেয়ে ভাল জানি।[দেখুন: তাফসিরে ইবনে কাছির (১/৬৮৭-৬৮৯) আল্লাহই ভাল জানেন।

https://islamqa.info/bn/answers/225414/%E0%A6%89%E0%A6%AF%E0%A6%87%E0%A6%B0-%E0%A6%86%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%87%E0%A6%B9%E0%A6%B8-%E0%A6%AC%E0%A6%B2%E0%A6%AE-%E0%A6%8F%E0%A6%B0-%E0%A6%98%E0%A6%9F%E0%A6%A8%E0%A6%BE

ইউসুফ (আঃ)-এর মৃত্যুর পরে তাঁর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষ মূসা ও হারূন আ। অর্থাৎ মূসা হ'লেন ইবরাহীম (আঃ)-এর ৮ম অধঃস্তন পুরুষ।

শেষনবী (সা)-এর আবির্ভাবের প্রায় ১৫৪৬ বছর পূর্বে সুলায়মান (আঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র রাহবা'আম ((رحبعام ১৭ বছর রাজত্ব করেন। অতঃপর বনু ইস্রাঈলের রাজত্ব বিভক্ত হয়ে যায়।

এক ভাগকে 'ইয়াহূদিয়াহ বলা হত এবং তাদের রাজধানী ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাসে।

অপর ভাগের নাম ছিল 'ইস্রাঈল এবং তাদের রাজধানী ছিল তৎকালীন সামেরাহ এবং বর্তমান নাবলুসে।

প্রথম ছিল মক্কায় বায়তুল্লাহ বা কা'বাগৃহ। ইবরাহীম আ ও তৎপুত্র ইসমাঈলের আ হাতে র্নির্মিত হয়।

দ্বিতীয়টি ছিল বায়তুল মুক্বাদ্দাস, যা কাবাগৃহের চল্লিশ বছর পর ইবরাহীম (আঃ)-এর পৌত্র ইয়াকূব বিন ইসহাক (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়। অতঃপর দাউদ ও সুলায়মান (আঃ) কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়।

১ম ভাগে মুহাম্মাদ (ছাঃ) থেকে ঊর্ধ্বতন পুরুষ 'আদনান পর্যন্ত ২২টি স্তর। যে ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই। এর উপরে ২য় ভাগে 'আদনান থেকে ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত ৪১টি স্তর এবং তার উপরে তৃতীয় ভাগে ইবরাহীম (আঃ) থেকে আদম (আঃ) পর্যন্ত ১৯টি স্তর। সর্বমোট ৮২টি স্তর। যাদুল মা'আদ ১/৭০; ইবনু কাছীর, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩ পৃঃ (নেট থেকে সংগৃহিত)

Salasilah Nabi/Rasul

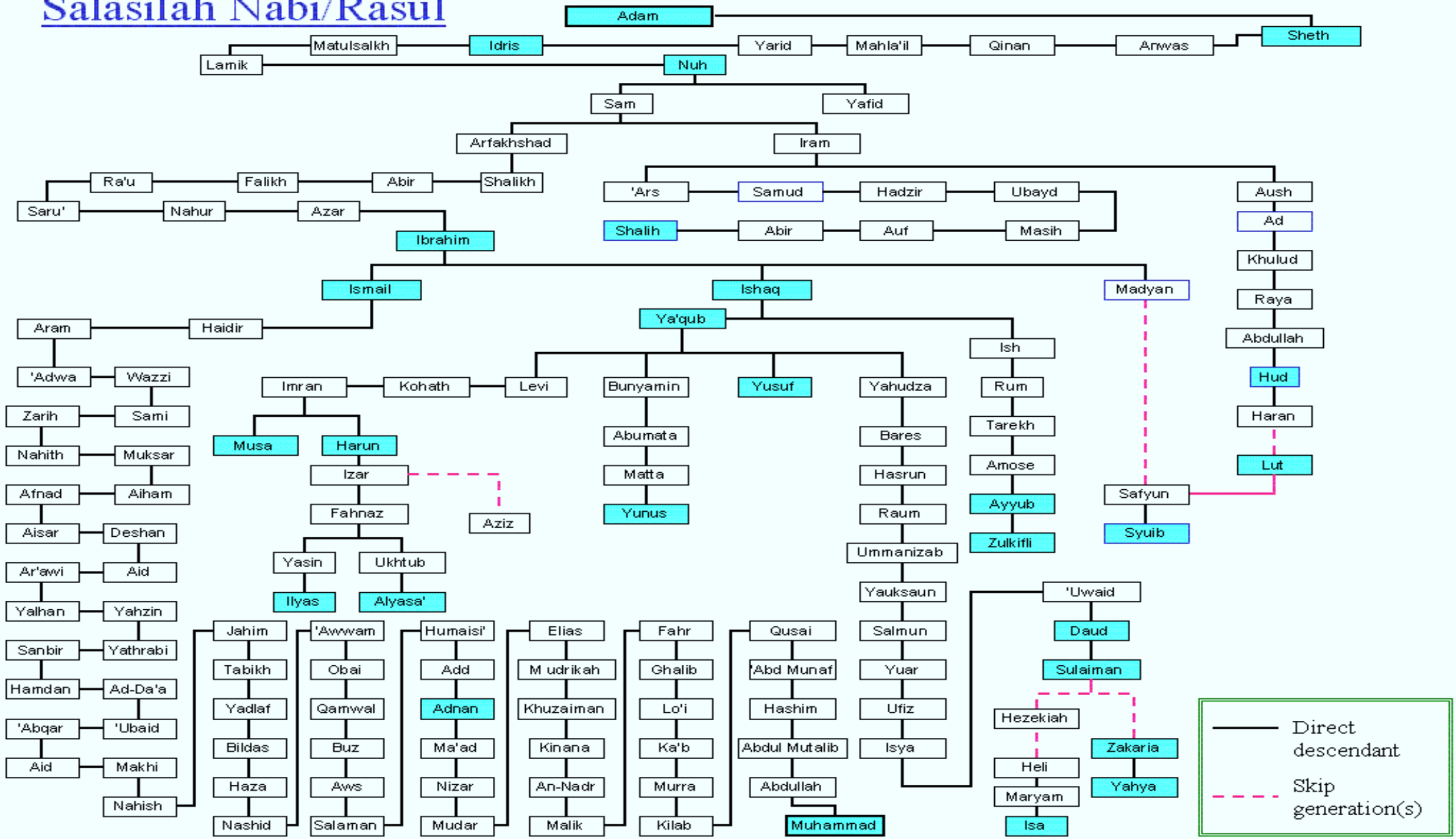

Sisters'Forum In Islam.com

جزاك الله خيرا
jazakumullah khairan
Sisters'Forum In Islam.com